Daffodil International School

information sheet

নামঃ _____ গ্রেডঃ পঞ্চম

রোলঃ _____ বিষয়ঃ Bangla language

শিক্ষকঃ নাজিয়া সোনম _____ তারিখঃ

.....

শব্দ পরিচয়

শব্দ = এক বা একাধিক বর্ণ বা ধ্বনি মিলে যখন একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দ বলে। যেমন – ক,ল,ম এই তিনটি ধ্বনি একসাথে মিলে – কলম (ক+ল+ম) হয়।

শব্দের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো –

উৎপত্তিমূলক শ্রেণীবিভাগ
গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ
অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

১। উৎপত্তি অনুসারে শব্দ

উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) তৎসম শব্দ- যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে তাদেরকে তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন -সিংহ,পুত্র,রাজা,মাতা ইত্যাদি।

খ) অর্ধ-তৎসম - অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত। বাংলা ভাষায় কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয় এগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন – গিন্নি, গেরাম, ইত্যাদি।

গ) তদ্ভব -একে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। যেমন – হাত, গাত্র ইত্যাদি।

ঘ) দেশি শব্দ-আমাদের দেশের (বাংলাদেশের) আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত শব্দসমূহকে দেশি শব্দ বলা হয়। যেমন – ডাব,পেট, চাল, লাঠি, ইত্যাদি।

ঙ) বিদেশী শব্দ-বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সে সব শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন –

আরবিঃ জান্নাত, জাহান্নাম,নবী, রাসূল ইত্যাদি।

ফারসিঃ চাকরি, পোশাক, ইত্যাদি।

ইংরেজিঃ ব্যাংক, চেয়ারম্যান, স্যার, প্যান্ট, , টিকিট, শার্ট, অফিসার, ইত্যাদি।

পর্তুগিজঃ জানালা,আনারস, বালতি, পাউরুটি, সাবান ইত্যাদি।

তুর্কিঃ বাবা, বন্দুক, ইত্যাদি।

চীনাঃ চা, চিনি, ইত্যাদি।

গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

গঠনগতভাবে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

মৌলিক শব্দ

সাধিত শব্দ

মৌলিক শব্দঃ যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গোলাপ, ফল ইত্যাদি।

সাধিত শব্দঃ যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ বা ভেঙে আলাদা করা যায়, তাকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন –চাঁদ + মুখ = চাঁদমুখ ইত্যাদি।

অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) যৌগিক শব্দ ।

খ) রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ।

গ) যোগরূঢ় শব্দ । যেমন – সরোজ (অর্থ যা সরোবরে জন্মে = পদ্ম)